অষ্টম অধ্যায়

অর্থাপত্তি

পাঠ্য বিষয় ঃ 'অর্থাপত্তি' কি স্বতন্ত্র প্রমাণ? মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিতর্ক।

☐ ৮.১. অর্থাপত্তি ঃ

[স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে অর্থাপত্তি ঃ মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিতর্ক।]

তর্কদীপিকা ঃ ননু অর্থাপত্তিরপি প্রমাণান্তরমস্তি, 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌তে' ইতি দৃষ্টে শ্রুতে বা পীনত্ব-অন্যথা-অনুপপত্ত্যা রাত্রি-ভোজনম্-অর্থাপত্ত্যা কল্পতে ইতি চেৎ। ন। 'দেবদত্তো রাত্রৌ ভুঙ্‌তে, দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ' ইতি অনুমানেন-এব রাত্রি-ভোজনস্য সিদ্ধত্বাৎ।

৮.১. ব্যাখ্যা ঃ ন্যায় দর্শনে চারটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ন্যায়দর্শন মতে, এই চারটি প্রমাণ অতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ স্বীকৃতি অনাবশ্যক। মীমাংসক এপ্রকার ন্যায়-অভিমত অস্বীকার করে বলেন, 'ননু অর্থাপত্তিরপি প্রমাণান্তরম্-অস্তি', অর্থাৎ ন্যায়সম্মত চারটি প্রমাণ যথেষ্ট নয়, অতিরিক্ত অপর এক প্রমাণ—**অর্থাপত্তি প্রমাণ**-স্বীকৃতি প্রয়োজনীয়।

অর্থাপত্তি কী?

অর্থের আপত্তি বা অসঙ্গতি হল অর্থাপত্তি। 'অর্থাপত্তি' শব্দের অন্তর্গত 'অর্থ' শব্দের অর্থ 'বিষয়' বা 'বাস্তব বিষয়', আর 'আপত্তি' শব্দের অর্থ 'অসঙ্গতিজনিত কল্পনা'। কোন বিষয়ের অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোন কোন বিষয় অথবা বাস্তব বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। **কোন বিষয় বা বাস্তব বিষয়ের মধ্যে আপাত অসঙ্গতি লক্ষ করা গেলে সেই অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য যখন অন্য কোন বিষয় কল্পনা করা হয়, তখন সেই বিষয়-কল্পনাই হল অর্থাপত্তি।** দৃষ্ট অথবা শ্রুত **যে বিষয়টি** উপপন্ন (ব্যাখ্যাত) হয় না, অসঙ্গতরূপে অনুভূত হওয়ায় উপপন্ন হয় না, সেই বিষয়টিকে বলে **'উপপাদ্য', আর যে বিষয়টির কল্পনা ব্যতীত** ঐ অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে বলে **'উপপাদক'। অর্থাপত্তির 'করণ' (প্রমাণ) হচ্ছে উপপাদ্যের জ্ঞান, আর 'ফল' (প্রমা) হচ্ছে উপপাদকের জ্ঞান।** তাহলে, ভিন্নভাবে বলা চলে,—'অন্য কোনভাবে অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা যখন কোন বিষয়ের উপপাদন (ব্যাখ্যা) সম্ভব হয় না, তখন সেই অসংগতি বা অনুপপত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে উপপাদকের কল্পনা করা হয়, তাকেই বলে 'অর্থাপত্তি।' অর্থাপত্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে মীমাংসক বলেন, 'উপপাদকজ্ঞানেন উপপাদ্যজ্ঞানম্-অর্থাপত্তিঃ'—অসঙ্গতিপূর্ণ উপপাদ্য জ্ঞানের জন্য উপপাদক বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল—

দেখা গেল বা শোনা গেল যে, 'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌তে' অর্থাৎ 'নিরোগ এবং স্থূলকায় (পীন) দেবদত্ত দিনে আহার করে না'। এখানে দৃষ্ট বা শ্রুত 'পীনত্বের' সঙ্গে দিনে

আহার না করা' অর্থাৎ 'উপবাসে থাকা' অনুপপন্ন বা অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় (উপবাসী থাকলে সাধারণত কেউ পীন হয় না), সেই অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য দেবদত্তের নৈশভোজন কল্পনা করতে হয়—'দৃষ্টে শ্রুতে বা পীনত্ব-অন্যথা-অনুপপত্ত্যা রাত্রিভোজনম্-অর্থাপত্ত্যা কল্পতে'। **এখানে 'নৈশভোজন কল্পনাই' হল অর্থাপত্তি।** নৈশভোজন কল্পনারূপ অর্থাপত্তির সাহায্যেই দিনে উপবাসী দেবদত্তের পীনত্বের ব্যাখ্যা হয়। উপপাদ্যের জ্ঞান অর্থাৎ 'দিনে উপবাসী দেবদত্তের পীনত্বের জ্ঞান' হল **অর্থাপত্তি প্রমাণ** (বা অর্থাপত্তির করণ) এবং উপপাদকের জ্ঞান অর্থাৎ 'নৈশভোজনের জ্ঞান' হল **প্রমা (ফল)**। তবে, উল্লেখযোগ্য যে, **ব্যুৎপত্তিভেদে বা ক্ষেত্রভেদে 'অর্থাপত্তি' শব্দটির দ্বারা প্রমা (ফল) এবং প্রমাণ (করণ) উভয়কেই বোঝানো হয়।** 'অর্থাপত্তি' শব্দটি যখন, ফল বা **প্রমাকে** বোঝায়, তখন তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয় 'অর্থস্য আপত্তি'—'অর্থের অর্থাৎ বিষয়ের কল্পনা'। পক্ষান্তরে, 'অর্থাপত্তি' বলতে যখন করণ বা **প্রমাণ** বোঝায়, তখন তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয় 'অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ'—'যার জন্য অর্থের আপত্তি বা কল্পনা হয়।'

অর্থাপত্তির প্রকারভেদ

অর্থাপত্তি দুই প্রকার হতে পারে। যথা—

১. দৃষ্টার্থাপত্তি ও ২. শ্রুতার্থাপত্তি।

(১) দৃষ্টার্থাপত্তি ঃ দৃষ্ট কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করা হয়, তাকে বলে 'দৃষ্টার্থাপত্তি'। উল্লিখিত উদাহরণের ক্ষেত্রে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই জানা যায় যে, দেবদত্ত পীনকায় এবং সে দিনে ভোজন করে না, তাহলে ঐ পীনত্বের ব্যাখ্যার জন্য যে নৈশভোজনের কল্পনা করা হয়, সেটাই হবে দৃষ্টার্থাপত্তির (দৃষ্ট-অর্থাপত্তির) উদাহরণ।

(২) শ্রুতার্থাপত্তি ঃ শ্রুত কোন বাক্যার্থের অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করা হয় তা শ্রুতার্থাপত্তি (শ্রুত-অর্থাপত্তি)। ধরা যাক, লোক মুখে শোনা গেল, 'জীবিত চৈত্য গৃহে নেই'। 'চৈত্য জীবিত' এবং 'চৈত্য গৃহে নেই' এই দুটি বাক্য শুনে, 'চৈত্যের জীবিত থাকা' এবং 'চৈত্যের গৃহে না থাকা'র অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য যখন কল্পনা করা হয় 'চৈত্য বাইরে আছে', তখন চৈত্যের 'বাইরে থাকার যে জ্ঞান হয়', তা শ্রুতার্থাপত্তি। এখানে 'জীবিত চৈত্যের গৃহে না থাকা' হচ্ছে উপপাদ্য এবং তার 'বাইরে থাকার কল্পনা' উপপাদক। উপপাদ্যের জ্ঞান (গৃহে না থাকার জ্ঞান) হল প্রমাণ (করণ) এবং উপপাদকের জ্ঞান (বাইরে থাকার জ্ঞান) হল প্রমা (ফল)। জীবিত চৈত্য গৃহে না থাকলে তার বাইরে থাকাকে কল্পনা করতে হয়, অন্যথায় চৈত্যের জীবিতাবস্থা অনুপপন্ন বা অব্যাখ্যাত হয়। **'গৃহে না থাকার' সঙ্গে 'চৈত্যের জীবিতাবস্থা'র সঙ্গতিবিধান প্রসঙ্গেই আমরা জানতে পারি যে, চৈত্য বাইরে আছে।**

অর্থাপত্তি প্রসঙ্গে মীমাংসকদের অভিমত ঃ

মীমাংসকগণ (এবং বৈদান্তিকগণও) ন্যায়সম্মত চারটি প্রমাণ অতিরিক্তভাবে এক পঞ্চম প্রমাণ—'অর্থাপত্তি' নামক প্রমাণ—স্বীকার করেন। অন্নংভট্ট বিরোধী পক্ষ মীমাংসক মতের এভাবে উল্লেখ করেছেন—'ননু অর্থাপত্তিরপি প্রমাণান্তরম্ অস্তি'—'না, ন্যায়সম্মত চারটি প্রমাণকে যথেষ্ট বলা যায় না, 'অর্থাপত্তি' নামক অতিরিক্ত এক (পঞ্চম) প্রমাণ আছে'। উপরোক্ত উদাহরণে 'দিনে ভোজনহীন দেবদত্তের পীনত্বের' জ্ঞান (প্রমা) অর্থাপত্তি প্রমাণ ব্যতীত সম্ভব

হতে পারে না। এ এক বিজাতীয় জ্ঞান (প্রমা) যা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ-প্রমাণের দ্বারা হতে পারে না।

প্রথমত, এপ্রকার প্রমা প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য হতে পারে না, যেহেতু দেবদত্তের নৈশভোজনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ না হলে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই, দেবদত্তের নৈশভোজন সংক্রান্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য নয়।

দ্বিতীয়ত, এপ্রকার প্রমা অনুমান-প্রমাণজন্য নয়, কেননা ব্যাপ্তি-বাক্যটি সুনিশ্চিত নয়। জ্ঞানটিকে (প্রমাকে) অনুমান-প্রমাণজন্য বলতে হলে সেই অনুমানের ব্যাপ্তিবাক্যটি হবে—'যারা দিনে অভুক্ত থেকেও পীনতনু হয় তারা অবশ্যই নৈশভোজন করে'। কিন্তু এই বাপ্তিবাক্যটিকে সত্যরূপে গণ্য করা চলে না, কেননা যোগশক্তিসম্পন্ন এমন কিছু ব্যক্তি থাকতে পারেন যাঁরা দিনে এবং রাতে অভুক্ত থেকেও তাঁদের পীনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। কাজেই অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রকারে অন্বয়ব্যাপ্তি উল্লেখ করতে না পারার জন্য অর্থাপত্তিকে অনুমান প্রমাণরূপে অথবা অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যাবে না।

তৃতীয়ত, অর্থাপত্তি উপমান প্রমাণ থেকেও স্বতন্ত্র। উপমানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যজ্ঞান এবং অতিদেশবাক্যার্থ স্মরণের প্রয়োজন হয়। অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে এদুটি বৈশিষ্ট্যের—সাদৃশ্যজ্ঞান ও অতিদেশবাক্যার্থস্মরণের—অভাব থাকার জন্য তাকে উপমান প্রমাণরূপেও গণ্য করা যাবে না, এবং

চতুর্থত, অর্থাপত্তিকে শব্দ-প্রমাণরূপেও গণ্য করা যাবে না। উপরোক্ত অর্থাপত্তির উদাহরণের ক্ষেত্রে, 'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌তে'—'পীনকায় (স্থূলকায়) দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না' এই বাক্যে নৈশভোজন বোধক কোন শব্দ না থাকায় প্রমাটি (জ্ঞানটি) শাব্দবোধকরূপেও গ্রাহ্য হতে পারে না। তাছাড়া বাক্যটি 'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌তে' এই বাক্যটি 'আপ্ত' কথিত নাও হতে পারে।

কাজেই, মীমাংসক সিদ্ধান্ত হল, অর্থাপত্তিকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ-এই চার প্রকার প্রমাণ অতিরিক্তভাবে এক স্বতন্ত্র পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হবে।

অর্থাপত্তি প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের অভিমত

অন্নংভট্ট ন্যায়মত অনুসরণ করে মীমাংসকদের উপরোক্ত অভিমত অস্বীকার করে বলেন যে, অর্থাপত্তি কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়, অর্থাপত্তি অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। নৈশভোজনকল্পনারূপ প্রমা বিজাতীয় নয়, তা অনুমিতিজ্ঞানস্বরূপ। অন্নংভট্ট দীপিকাতে অনুমানের আকারটিকে এভাবে বলেছেন—'দেবদত্তঃ রাত্রৌ ভুঙ্‌তে দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ' অর্থাৎ 'দেবদত্ত দিনে অভুক্ত থাকে, রাতে ভোজন করে, সুতরাং দেবদত্ত পীনকায়।' অন্নংভট্ট মীমাংসকদের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে একথা স্বীকার করেন যে, অনুমানটির ক্ষেত্রে কোন অন্বয়-ব্যাপ্তির উল্লেখ করা যায় না। তবে, অন্নংভট্ট অন্বয়-ব্যাপ্তির সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করলেও, মীমাংসকদের বিরুদ্ধাচারণ করে, ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেননি। উপরোক্ত দেবদত্তের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে—"দেবদত্তঃ রাত্রৌ ভুঙ্‌তে, দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ ইতি অনুমানেন এব রাত্রি-ভোজনস্য সিদ্ধত্বাৎ", যার অর্থ হল 'দিনে অভুক্ত থেকে যখন দেবদত্ত পীনতনু, তখন

অবশ্যই সে রাতে ভোজন করে। এই অনুমানের ক্ষেত্রে— অনুমানটির সপক্ষে অন্বয়-ব্যাপ্তির উল্লেখ করা না গেলেও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির উল্লেখ করে অনুমানটিকে এভাবে সাজানো যায়—

'যারা রাত্রিকালে ভোজন করে না তারা দিনে ভোজন না করলে পীনকায় (স্থূলকায়) হয় না, যেমন—যজ্ঞদত্ত,

দেবদত্ত তেমন নয়, অর্থাৎ দেবদত্ত দিনে অভুক্ত থেকেও পীনতনু,

∴ দেবদত্ত তেমন নয়, দেবদত্ত রাত্রিকালে ভোজন করে।'

কাজেই, ন্যায়মতে (যা নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের অভিমত), দেবদত্তের নৈশভোজনকল্পনারূপ জ্ঞান (প্রমা) অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে, অর্থাপত্তিরূপ স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র কোন প্রমাণ নয়, তা অনুমান প্রমাণেরই প্রকারভেদমাত্র।

তবে, অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ অথবা অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত—এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের যে বিতর্ক তার সঠিক নিষ্পত্তি সম্ভব নয়, কেননা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গেই অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন (কেননা সিদ্ধপুরুষের কাছে দিনে-রাতে উপবাসী থেকেও পীনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হতেও পারে)। ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি প্রমাণিত হলে ন্যায়মত অনুসরণ করে অর্থাপত্তিকে অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যাবে ; আর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি অপ্রমাণিত হলে মীমাংসক মত অনুসরণ করে অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করা যাবে। 'ব্যতিরেক ব্যাপ্তি প্রমাণসিদ্ধ কি না এই বিতর্কের নিষ্পত্তি এ যাবৎ হয়নি। এজন্য নৈয়ায়িক-মীমাংসক কলহ এখনও অব্যাহত আছে।'[১]

প্রশ্নাবলী (Questions)

১. (ক) 'অর্থাপত্তি' কাকে বলে? (খ) অন্নংভট্ট কেন অর্থাপত্তিকে পৃথক প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না? [উঃ ৮.১] [C.U.H. 1996,' 98, 2005, 2007]
[(a) What is 'Arthāpatti'? (b) Explain why Annambhatta refuses to accept arthāpatti as a distinct pramāna?]

২. 'অর্থাপত্তি'কে কেন্দ্র করে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের বিতর্ক উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।
[উঃ ৮.১]
[State and explain the controversy between Mimāmsakas and Naiyāyikas regarding Arthāpatti.?]

৩. অর্থাপত্তি প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা কর ঃ
[(Explain the following in the context of Arthāpatti :)

(ক) করণ ও ফল (Karana and phala)
(খ) উপপাদ্য ও উপপাদক (Upapādya and Upapādak)
(গ) দৃষ্টার্থাপত্তি (Dristārthāpatti)
(ঘ) শ্রুতার্থাপত্তি (Srutārthāpatti)

---

১. তর্কসংগ্রহ। পৃ—৩৯৪। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী।